তারিখ ... 01 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

যুগান্তর

বেসরকারি স্কুল-কলেজে নির্বাচিত কমিটি গঠনের নির্দেশ

যুগান্তর রিপোর্ট

সংসদ সদস্যদের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি থাকার বিধান বাতিল করে হাইকোর্টের দেয়া রায়ের পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি প্রকাশিত হয়েছে রোববার। রায়ের কপি হাতে পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে দেশের সব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ গঠনের জন্য অ্যাডহক কমিটি গঠন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজসহ স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের অ্যাডহক কমিটিকে পরিচালনা পর্ষদ গঠনের জন্য প্রবিধান অনুযায়ী নির্বাচন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। এ নির্দেশনাসহ মোট ১২ দফা নির্দেশনা এসেছে এ রায়ে। এর আগে পৃথক দুটি রিট আবেদনের চূড়ান্ত শুনানির পর গত ১ জুন রায় ঘোষণা করেছিলেন হাইকোর্ট।

এমপিদের সভাপতি পদ বাতিল রায়ের পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি প্রকাশ

বিচারপতি জিনাত আরা ও বিচারপতি এ কে এম জহিরুল হকের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চের দেয়া ওই রায়ের পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি প্রকাশের পর ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

বেসরকারি স্কুল-কলেজে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

রোববার তা সাংবাদিকদের জানান রিটকারী আইনজীবী ইউনুছ আলী আকন্দ।

রায়ের নির্দেশনার মধ্যে রয়েছে-- মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি প্রবিধানমালা-২০০৯ এর ৫(১)(২) ও ৫০ ধারা সংবিধান পরিপন্থী। প্রবিধানমালার ৫ ধারার উপধারা (১)-এ বলা হয়েছে, কোনো স্থানীয় নির্বাচিত সংসদ সদস্য তাহার নির্বাচনী এলাকায় অবস্থিত বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এমন সংখ্যক উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন যেন ওই এলাকায় অবস্থিত, এই প্রবিধানমালার আওতাভুক্ত নয় এরূপ অন্যান্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ, তাহার এরূপ দায়িত্ব গ্রহণ করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা চার এর অধিক না হয়। ৫ ধারার উপধারা-(২)এ বলা হয়েছে, উপ-ধারা ১ এর অধীন সভাপতির দায়িত্বগ্রহণের জন্য স্থানীয় নির্বাচিত সংসদ সদস্য, তাহার নির্বাচনী এলাকায় অবস্থিত যে সকল উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক তাহার উল্লেখসহ লিখিতভাবে এই প্রবিধানমালার অধীন বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট তাহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন এবং উক্ত অভিপ্রায়পত্র সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানসমূহের সভাপতি হিসেবে তাহার মনোনয়নরূপে গণ্য হবে। ৫০ ধারায় বলা হয়েছে, বিশেষ ধরনের গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটি বিশেষ পরিস্থিতিতে বোর্ড এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ ধরনের গভর্নিং বডি বা, ক্ষেত্রমতে ম্যানেজিং কমিটি করা যাইবে। রায়ে এইসব ধারা-উপধারা সংবিধান পরিপন্থী ও বাতিল ঘোষণা করায় এমপিদের বেসরকারি স্কুল-কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির পদ বাতিল হয়েছে। এমপিরা এখন থেকে আর পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি হতে পারবেন না। একই সঙ্গে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিশেষ কমিটিও বাতিল হয়েছে। ভবিষ্যতেও আর কোনো বিশেষ কমিটি গঠনের সুযোগ থাকছে না। নির্দেশনায় আরও রয়েছে ধারা ৫-এর উপধারা ১ ও ২ এবং ৫০ ধারা বাতিল করে সংশ্লিষ্ট সব আইন ও বিধিবিধান ৬০ দিনের মধ্যে সংশোধন করতে হবে। শিক্ষা সচিব, আইন সচিব ও ঢাকা বোর্ডকে এ আদেশ বাস্তবায়ন করতে বলা হয়েছে। নির্বাচনের মাধ্যমে পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ঠিক করার একটি প্রবিধান তৈরি করতে বলা হয়েছে। এছাড়া রায়ের যথার্থতা প্রমাণে ও কার্যকর করতে ৩০ দিনের মধ্যে প্রবিধান অনুযায়ী সব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি পদে নিয়োগের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, প্রবিধানমালার ৫ ও ৫০ ধারা চ্যালেঞ্জ করে গত এপ্রিলে হাইকোর্টে রিট করেন আইনজীবী ইউনুস আলী আকন্দ। এ রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে ৬ এপ্রিল রুল জারি করেন হাইকোর্ট। এর আগে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিশেষ কমিটি অবৈধ ও সংবিধানপরিপন্থী উল্লেখ করে তা বাতিলের দাবিতে ১৬ জানুয়ারি হাইকোর্টে আরও একটি রিট করেন আইনজীবী ইউনুস আলী আকন্দ। তার যুক্তি, ওই প্রবিধানমালার ৩৯ বিধান অনুসারে অ্যাডহক কমিটির মেয়াদ ছয় মাস। অথচ ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যা কলেজে এ পর্যন্ত চারবার অ্যাডহক ও দু'বার বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। এটি ৩৯ বিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এ রিটেরও প্রাথমিক শুনানি নিয়ে ১৯ জানুয়ারি হাইকোর্ট রুল জারি করেন। দুটি রুলের ওপর চূড়ান্ত শুনানি শেষে ১ জুন হাইকোর্টের উল্লিখিত বেঞ্চ রায় ঘোষণা করেন। হাইকোর্টের ওই রায় স্থগিত চেয়ে ভিকারুননিসা স্কুল কর্তৃপক্ষ ৮ জুন চেম্বার আদালতে গেলে চেম্বার বিচারপতি স্থগিতাদেশ না দিয়ে বিষয়টি শুনানির জন্য ১২ জুন আপিল বিভাগের নিয়মিত বেঞ্চে পাঠান। কিন্তু বিচারপতি এস কে সিনহার নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের চার বিচারকের বেঞ্চ ১২ জুন 'নো অর্ডার' দিলে হাইকোর্টের রায়ই বহাল থাকে।